দৈনিক সংবাদ

তারিখ 06 APR 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

খালেদার সফর ॥ শিক্ষক সমিতির প্রতিক্রিয়া

চট্টগ্রাম ভার্সিটি প্রশাসন দলীয়করণ করা হয়েছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ৫ই এপ্রিল।- চট্টগ্রাম বিশ্ব-বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, স্বাধীনতা বিরোধী-চক্রের সঙ্গে আঁতাত করে ও একাত্ম হয়ে বর্তমান সরকার দেশের মানুষের সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার হরণ করছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দলীয়করণ করছে, আইন ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে পদ-দলিত করছে। এসব কার্যকলাপের দায়-দায়িত্ব সরকার প্রধানেরই।

আজ বিকেলে স্থানীয় একটি কমিউনিটি সেন্টারে প্রধানমন্ত্রীর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন সম্পর্কে 'প্রতিক্রিয়া' ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষক সমিতি নেতৃবৃন্দ এ কথা বলেন। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ ইফতেখার

চট্টগ্রাম ঃ পৃঃ ২ কঃ ৮

চট্টগ্রাম ঃ শিক্ষক সমিতির প্রতিক্রিয়া

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উদ্দিন চৌধুরী।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয় ঃ আমরা গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলতে চাই যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত একটি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই ১৮৯৭ সালের একটি ঔপনিবেশিক কালাকানুনের আশ্রয় নিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের সংসদ কর্তৃক প্রণীত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৭৩কে সম্পূর্ণভাবে লংঘন করে অগণতান্ত্রিক পন্থায় বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট কর্তৃক সর্বাধিক ভোটে নির্বাচিত উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজ-উদ্দিনকে অপসারণ করে। এই অবৈধ, অগণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারমূলক অপসারণ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী ছাত্র শিবির নামক একটি ফ্যাসিস্ট ও সাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠনের দীর্ঘদিনের সশস্ত্র সন্ত্রাসী দাবির নিকট গণতান্ত্রিক সরকারের আত্মসমর্পণের ফল।

সরকার দলীয়করণের স্বার্থে বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম চৌধুরীকে পূর্ণ চার বছরের জন্য নিয়োগদান করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৭৩কে পদদলিত করেছে। এই অবৈধ নিয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা পেয়ে বর্তমান উপাচার্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে সংকীর্ণ দলীয়-করণ, স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম ও আঞ্চলিকতার চারণভূমিতে রূপান্তরিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে বর্তমান উপাচার্যের স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম, দলীয়করণ ও স্বাধীনতাবিরোধী চক্রকে মদদ দানের কিছু দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গক্রমে আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই।

প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের নির্দলীয় সরকার কর্তৃক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিন্ডিকেট ও বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক নির্বাচনী কমিটিতে মনোনীত দেশের কিছু বরেণ্য সন্তানকে তাদের নির্ধারিত মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই বর্তমান প্রশাসনের চক্রান্তে সরকার কর্তৃক অব্যাহতি দান ও তদস্থলে দলীয় ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন কিছু ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করে বিভিন্ন পর্যদকে দলীয়করণ করা হয়েছে। শিক্ষক নির্বাচনী কমিটিকে দলীয়করণের ফলে বহু ক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থীর স্থলে তুলনামূলকভাবে কম যোগ্যতাসম্পন্ন ও দলীয় প্রার্থী শিক্ষক হিসেবে যোগদানের সুযোগ পাচ্ছে। দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

বিগত ২৮শে জুন ১৯৯২ তারিখে অনুষ্ঠিত সিনেটের বার্ষিক সভা উপাচার্য এই মর্মে মুলতবি করেন যে, নবম সিনেট সভা বৈধ কিনা সে সম্পর্কে এটর্নি জেনারেলের মতামত অতি শিগগিরই গ্রহণ করে ১৫ দিনের মধ্যে মুলতবি সভা ডাকা হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিগত ২৬শে নভেম্বর নব-সিনেট সভার বৈধতা সম্পর্কে এটর্নি জেনারেলের ইতিবাচক মতামত প্রাপ্ত হলেও অদ্যাবধি ঐ মুলতবি সভা আহ্বান করা হয়নি।

২৮শে জুন ১৯৯২ তারিখে অনুষ্ঠিত সিনেট সভায় ৩৩ জন সিনেটর কর্তৃক উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের জন্য তলবী সভা আহ্বানের দাবি জানানো সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ধরনের ছল-চাতুরির আশ্রয় গ্রহণ করে সে দাবি উপেক্ষা করেছেন।

বহুদিন পূর্বে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সিনেট নির্বাচন না দেয়ায় সিনেট কর্তৃক মনোনীত সদস্যগণ সিন্ডিকেটসহ বিভিন্ন বিধিবদ্ধ পর্যদে ৫/৬ বছর ধরে স্ব স্ব পদে বহাল রয়েছেন। এতে করে একদিকে প্রশাসন দলীয়করণ সহজতর হয়েছে এবং অন্যদিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ভূলুণ্ঠিত হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন সমিতি সভাপতি অধ্যাপিকা হামিদা বানু, অধ্যাপক আবদুল মান্নান, ডঃ মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারী, ডঃ আবদুর রশীদ, অধ্যাপক কামালউদ্দিন নীলু, ডঃ অনুপম সেন, ডঃ আবু ইউসুফ আলম, ডঃ আনোয়ারুল আজিম আরিফ প্রমুখ।

চাকসু বর্জন করবে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) আগামী ৭ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে। শিক্ষক সমিতি আজ সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এবং চাকসু এক বিবৃতিতে এ ঘোষণা দেয়।